উদ্দীপন
UDDIPAN

সঞ্চার

বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ১৫ । ডিসেম্বর ২০১৩

ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

শুভেচ্ছা সবাইকে। পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, উন্নয়নকর্মী, উন্নয়ন সহযোগীসহ লেখক ও সম্পাদনা পর্ষদের সবার প্রতি রইল শুভকামনা। তথ্যপত্র সম্ভারের ১৫তম সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সংগঠন হিসেবে উদ্দীপন গত ৩ মাসে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, উদ্দীপন Best Presented Annual Report 2012-এর জন্য ১৩তম ICAB National Award-এ NGO ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এসব কিছু অবশ্যই উদ্দীপনের ২,৮৩১ জন উন্নয়নকর্মীর বিরামহীন প্রচেষ্টার ফল। সবার প্রতি রইল অভিনন্দন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) প্রকাশিত সোলার হোম সিস্টেম পুস্তক সূত্রে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের প্রয়াসের পাশাপাশি উদ্দীপনও এ লক্ষ্যে 'গ্রিন এনার্জি প্রকল্প' ও UDDIPAN Energy Ltd. নামে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতের সুবিধা গ্রামীণ জনপদে পৌঁছে দিচ্ছে।

পরিবর্তিত পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে উদ্দীপন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। উদ্দীপনের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ উদ্দীপনের ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, স্বচ্ছ, যুগোপযোগী ও জবাবদিহিমূলক করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে উদ্দীপনের সব বিভাগ ও শাখা অফিস অটোমেশনের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে। সম্ভারের চলতি সংখ্যায় তথ্য প্রযুক্তি বিভাগকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা খুবই সময় উপযোগী হয়েছে।

সম্ভারের চলতি সংখ্যা আমাদের সন্তানদের পরীক্ষার ফলাফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। সন্তানদের কৃতিত্ব আমাদের প্রয়াসকে মহিমান্বিত করে। তাদের এ কৃতিত্ব অব্যাহত থাকুক এবং দেশ গঠনে তারা অবদান রাখুক এ প্রত্যাশা করছি। তাদের মা-বাবা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অভিনন্দন।

এবার যাঁরা লিখেছেন এবং সম্ভার প্রকাশে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন, তাঁদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারে ব্রাঞ্চ, রিজিওন, জোন ও প্রধান কার্যালয় থেকে অনেকে লিখেছেন। এমনকি সম্ভারে শিশুদের অংশগ্রহণও চোখে পড়ার মতো। ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যানও লিখেছেন। এ ধরনের অংশগ্রহণ আসলেই সবার মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি করে। এবার সম্ভারে অনেক ধরনের সংবাদ ও ফিচার সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে সংবাদ, ফিচার ও কেস স্টাডি–সফলতা এবং এর পেছনের সংগ্রামকে আমাদের উপলব্ধির জানালায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

পরিশেষে সবাইকে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা।

মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক ও সিইও, উদ্দীপন।

উদ্দীপনের জাতীয় সম্মাননা অর্জন

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ সন্ধ্যায় 13th ICAB National Awards প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য সচিব মাহবুব আহমেদ। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিএবির প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুছ সালামসহ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাহী পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) উদ্দীপনকে Best Presented Annual Reports-2012-এর জন্য 13th ICAB National Awards প্রদান করে। এনজিও ক্যাটাগরিতে উদ্দীপন প্রথম, ব্র্যাক দ্বিতীয় এবং ব্যুরো বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক ও সিইও মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী।

উল্লেখ্য, আইসিএবি জাতীয় পর্যায়ে আর্থিক হিসাব মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। ২০০১ সাল থেকে আইসিএবি Best Presented Annual Reports-এর জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে। সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও পেশাদারি মূল্যায়ন করে আইসিএবি এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। উদ্দীপন ২০০৭-২০০৮, ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ সালেও উল্লিখিত অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তবে এবারই প্রথম স্থানের মর্যাদা অর্জন করেছে।

● ডেস্ক

দু-দুবার জিপিএ-৫ পাওয়া আগুনঝরা এক শান্ত কণ্ঠ!

কেস স্টাডি

সংগ্রামী এক মানুষ সম্ভারের সাথে কথা বলেছেন। সেই কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে এই লেখাটি।

পিছনে দাড়ানো বাম দিক থেকে ২য় জন

মোঃ মারুফ খান।

"আমি কিন্তু অনেক দুষ্টু ছিলাম, আছিও...।" দু-দুবার জিপিএ-৫ পাওয়া শান্ত কণ্ঠের দুষ্টু মেয়ে মোছাঃ শামীমা আক্তার। গাছগাছালির শ্যামল ছায়ায় কোলাহলে ভরা রংপুরের কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রাম ময়েনপুরের মেয়ে শামীমা। ময়েনপুরের সরু আঁকা বাঁকা মেঠো পথ। সেই পথের কোনো একটি গিয়ে থেমেছে শামীমাদের টিনের চালার মাটির কুটিরে। ওই কুটিরেই জন্ম, বেড়ে ওঠা, স্কুলে যাওয়া-আসা। ওই কুটির থেকেই রাজধানীতে কলেজে পড়তে আসা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাওয়া। ওই কুটিরের কোল থেকে মেঠো পথ ধরে ঢাকায় এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে শামীমার বৃত্তি গ্রহণ–যেন গলি থেকে রাজপথের গল্প।

একমাত্র মেধাই শামীমাকে এই পথ পাড়ি দিয়ে আজ রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। এখানে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রথম বর্ষে অনার্স পড়ছেন তিনি। ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করতে চান শামীমা। সরকারি চাকরির প্রতি তাঁর বেশি আগ্রহ। তবে ব্যাংকের চাকরিও পছন্দ। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করতে স্বপ্ন দেখেন শামীমা। তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। বলছিলেন, "আমাকে যেমন অনেকে সহযোগিতা করছে; ধরুন, উদ্দীপন এককালীন ১৫,০০০ টাকা স্কলারশিপ দেয়ায় আমার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। এ ছাড়া আমার বড় বোনকেও উদ্দীপন চাকরি দিয়েছে। আমি উদ্দীপনকে আমার জীবনের বন্ধু মনে করি। শক্ত-সামর্থ্য হয়ে আমিও মানুষকে সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ। উত্তরণ নামে রংপুরের একটা কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানও আমাকে মাসে ১,৫০০ টাকা স্কলারশিপ দিত। এখন ১,০০০ টাকা করে দেয়। অন্য একজন মেধাবী ছাত্রকে ৫০০ টাকা দেয় তারা।"

সম্ভার প্রতিনিধি : এতে আপনার কিছুটা ক্ষতি হয়ে গেল ভাবছেন?

শামীমা : না, তা নয়। ছেলেটা দরিদ্র। টাকাটা নিশ্চয় ওর কাজে লাগবে। আর স্কলারশিপ পাওয়া তো সম্মানের বিষয়, তাই না?

বর্তমান প্রজন্ম নিয়ে স্বপ্রতিভূ শামীমার অনেক গর্ব। আবার প্রজন্মের মাঝে অস্থিরতা শামীমাকে কষ্টও দেয়। তাৎক্ষণিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে জীবনের লক্ষ্যকে ঠিক করে তাঁর বয়সের বন্ধুদের এগোনোর পরামর্শ শামীমার।

শামীমা বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্কলারশিপ গ্রহণ করা আসলেই গর্বের। দিনটা ছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। সেদিন আমি মানসিকভাবে খুবই উত্তেজিত ছিলাম। নিজেকে প্রচণ্ড সম্মানিত মনে হচ্ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্কলারশিপ নেয়ার সময় ভাবছিলাম, ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু করে নিজেকে প্রকাশ করা উচিত।"

মেধাবী শামীমা দরিদ্রতাকে জয় করে সাফল্যের শীর্ষে উঠে আসবেন এবং লাখো ছেলে-মেয়ের জীবনসংগ্রামে উৎসাহের কারণ হবেন, এটাই সবার আশা।

উল্লেখ্য, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ২৩ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন এবং উন্নয়ন মেলা ২০১৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন মেলা ২০১৩-এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সভাপতিত্ব করেন। তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার, পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এবং পিকেএসএফের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ওই অনুষ্ঠানে মোছাঃ শামীমা আক্তার 'অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রমের আওতায় ২০১২ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ায় অতিদরিদ্র মেধাবী ছাত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে থেকে বৃত্তি গ্রহণ করেন।

• **লেখক :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, উদ্দীপন।

দাউদকান্দি-২ এবারও 'এ'!

মোঃ মাসুদ পারভেজ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ কোয়াটারে উদ্দীপন দাউদকান্দি-২ শাখা ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৯ স্কোর করে 'এ' ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে। এটি কুমিল্লা অঞ্চলে ১৭টি শাখার মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর। দাউদকান্দি-২ শাখা শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে।

উল্লেখ্য, অক্টোবর ২০১২ থেকে প্রতি কোয়াটারে ঋণ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট ১০টি সূচকের ভিত্তিতে উদ্দীপনের সব শাখার পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং শাখাগুলোকে এ, বি, সি ও ডি ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হচ্ছে। ৮০ থেকে ১০০ স্কোর প্রাপ্ত শাখা 'এ' ক্যাটাগরি, ৬৫ থেকে ৭৯ প্রাপ্ত শাখা 'বি', ৫৬ থেকে ৬৪ প্রাপ্ত শাখা 'সি' এবং ৫৫-এর নিচে প্রাপ্ত শাখা 'ডি' ক্যাটাগরি হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধারাবাহিক সফলতা ধরে রাখার জন্য দাউদকান্দি-২ শাখা ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে শাখার সব স্টাফকে অভিনন্দন জানানো হয়।

• **প্রতিবেদক :** শাখা ব্যবস্থাপক, দাউদকান্দি-২ শাখা, কুমিল্লা অঞ্চল।

উদ্দীপনের ২৯তম এজিএম অনুষ্ঠিত

● ডেস্ক

২৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে উদ্দীপন প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্দীপনের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার একটি মুহূর্ত

উদ্দীপনের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সৈয়দ মনির হোসেন

'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় অষ্টম মডিউলের ওপর দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ ও ১৩ অক্টোবর তারিখে উদ্দীপন প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Project Appraisal বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ওই প্রশিক্ষণে উদ্দীপন প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের মোট ২০ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন উদ্দীপনের চেয়ারম্যান শহীদ হোসেন তালুকদার, মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মহিউদ্দিন আহাম্মেদ এবং উপপরিচালক ও সিএফও দীপ্তিময় বড়ুয়া। প্রশিক্ষণে আরো উপস্থিত ছিলেন উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক ও সিইও মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী এবং উপদেষ্টা (প্রশাসন) কে এস এন এম জহুরুল ইসলাম খান। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেন যোগাযোগ ও গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালক-২ সৈয়দ মনির হোসেন এবং প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান আল মনসুর মোঃ নকী।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক-২
যোগাযোগ ও গবেষণা বিভাগ, উদ্দীপন।

টিভিইটি ও আলোকিত জন : একটি মহৎ উদ্যোগ

ফেরদৌসী বেগম

১ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ থেকে চট্টগ্রাম মহানগরে UDDIPAN TVET Project Empowering Vulnerable Youngsters of the Port City of Chittagong in Bangladesh প্রকল্প নামে একটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য দক্ষ যুবশক্তি তৈরি করা।

এর মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের ১৪-২৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন, ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্ট ট্রেডে ৩ মাস ইন্টার্নশিপসহ ১২ মাস ও ৯ মাস মেয়াদি ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং কোর্স শেষে উপযোগী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করছে Terre des Hommes-Netherlands।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি প্রণয়ন করার আগে এর প্রয়োজনীয়তা যাচাইয়ে একটি সার্ভে করা হয়।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক ও কর্মসূচি সমন্বয়ক (সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট), উদ্দীপন।

উন্নত চুলা ও IDCOL-এর সাথে Partnership

মোঃ ফজলুল হক মজুমদার

১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) ও United Development Initiatives for Programmed Actions–UDDIPAN-এর মধ্যে IDCOL Improved Cook Stove (ICS) Program নামে একটি কার্যক্রম বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

চুক্তি মোতাবেক ICS কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে 'উদ্দীপন' এবং আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দেবে 'ইডকল'। নভেম্বর ২০১৫ সাল নাগাদ ২,০০০টি পরিবারে ২,০০০টি 'ইডকল উন্নত চুলা' স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উদ্দীপন কুমিল্লা, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর–এই ৩ জেলার ৭টি উপজেলায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করবে। ইডকল উন্নত চুলা পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যবান্ধব।

উল্লেখ্য, উদ্দীপন ২০১১ সাল থেকে পিকেএসএফের আর্থিক সহায়তায় 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের আওতায় পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নে 'বন্ধু চুলা' নামে একই ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের অধীনে ২০১৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ২৭৭টি পরিবারে ২৭৭টি 'বন্ধু চুলা' স্থাপন করা হয়েছে।

● **প্রতিবেদক :** ম্যানেজার, মাইক্রোফিন্যান্স, উদ্দীপন, ঢাকা।

অনুরোধ

উদ্দীপন মুখপত্র 'সম্ভার'-এর ১৬তম সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আপনার লেখা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম। গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুক, সংবাদ, ফিচার, কেস স্টাডি, সাক্ষাৎকার, সফলতা, ব্যর্থতা, বেস্ট প্র্যাকটিস, নতুন নতুন চিন্তা, ইনোভেশন, কর্মশালা, প্রশিক্ষণের খবর, পরিদর্শকের পরিদর্শন, বিশেষ মিটিং বা সভার খবর, নতুন কোনো প্রকল্পের কাজের শুরুর খবর, উদ্দীপনের কর্মী ও তাঁদের সন্তানদের সফলতার খবরাখবর, উদ্দীপন স্টেকহোল্ডার ও তাঁদের সন্তানদের সফলতার খবরাখবর ইত্যাদি লিখে পাঠান এবং অন্যকে লিখতে উৎসাহিত করুন। marufcm@gmail.com ঠিকানায় ই-মেইল করে লেখা ও ফটো পাঠানোর অনুরোধ রইল। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, ২০১৩। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন : ০১৭৩০৩৭২৬০৯ নম্বরে।

সম্ভারের ১৫তম সংখ্যার ই-কপি পেতে ভিজিট করুন www.uddipan.org।

আলহাজ আমিনুর রহমান চৌধুরী

কালীপুর ইউনিয়নের উন্নয়নে উজ্জ্বল নক্ষত্র উদ্দীপন

উপজেলাটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। তবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা, আয়-উপার্জন কম ইত্যাদি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যও। এ ছাড়া সমুদ্রোপকূলবর্তী হওয়ায় বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলের মানুষকে বারবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব কারণে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিচের দিকে। তার পরও মনোরম পাহাড় আর নদী পরিবেষ্টিত চট্টগ্রাম জেলার বুকে সন্তান স্নেহে যুগ যুগ ধরে যেন বাঁশখালী উপজেলা লালিতপালিত। ১৪টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে এই উপজেলা।

৫ নম্বর কালীপুর ইউনিয়ন বাঁশখালীর ১৪টি ইউনিয়নের একটি। পিছিয়ে পড়া একটি জনপদ। সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দিয়ে চেষ্টা করছে আমাদের এগিয়ে নিতে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি যেসব সংস্থা ৫ নম্বর কালীপুর ইউনিয়নবাসীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে, তার মধ্যে উদ্দীপন অন্যতম। উদ্দীপন ১৯৯১ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আমি লক্ষ করেছি, উদ্দীপন সবার আগে নারী ও শিশুদের কথা চিন্তা করে। আমাদের ইউনিয়ন ঘিরে উদ্দীপন এ পর্যন্ত যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, তার মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয়, শিশু উন্নয়ন, শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিশু অধিকার, শিশুর অংশগ্রহণ, শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু পাচার, শিশুর মনঃসামাজিক সহায়তা প্রদান, নারী অধিকার ও মানবাধিকার, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ও ঋণ বিতরণ, অংশগ্রহণমূলক কর্মকৌশল পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন, বহুমুখী ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং বর্তমানে কৃষিশ্রমে নিয়োজিত শিশু ও যুবদের সুরক্ষা শিক্ষা কর্মসূচি অন্যতম।

আমার কাছে ভালো লাগে যখন দেখি, উদ্দীপন কৃষিশ্রমে নিয়োজিত শিশু ও যুবদের সুরক্ষা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে। এসব কাজ সঠিকভাবে করতে গিয়ে সতর্ক পর্যবেক্ষণ কমিটি, শিক্ষক ফোরাম, সাংবাদিক ফোরাম, লোকসংগীত দল ও বাজার কমিটির মাধ্যমে এলাকার দায়িত্ব বাহকদের সম্পৃক্ত করছে। বিশেষ করে, শিশু ও যুব ক্লাবের কথা না বললেই নয়। এসব ক্লাবের মাধ্যমে শিশু ও যুবদের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্দীপন বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে।

এ ছাড়া আমি মনে করি, সৌহার্দ্য কর্মসূচি কালীপুর ইউনিয়নসহ বাঁশখালী উপজেলায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিশুদ্ধ পানির জন্য ১০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১৮০টি গরু ও ১০০টি ছাগল বিতরণ, ৭০টি রিকশা বিতরণ এবং পতিত পুকুর পরিষ্কার করে মাছ চাষ করার ব্যবস্থা করায় অনেক পরিবার হতদরিদ্রতা থেকে মুক্তির পথ দেখছে। আর ১০০ জন গৃহহীনকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া তো অসাধারণ উদ্যোগ। আমি সংস্থাটির প্রতি কৃতজ্ঞ। উদ্দীপনের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করছি।

● **লেখক :** চেয়ারম্যান, ৫ নম্বর কালীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম

মোঃ মাহমুদ হোসেন খান

এটি সিডর, আইলা, মহাসেনে আক্রান্ত লোনা জলে ধোয়া এক জনপদে কোনো এক নাছিমার উপাখ্যান। আমতলী বরগুনা জেলায় একটি উপজেলা। সেই উপজেলার এক অখ্যাত দুর্গম গ্রাম। সেখানেই বাস করেন নাছিমা। স্বামী দিনমজুর। দরিদ্রতা যাঁদের ধাওয়া করে অবিরাম। তার মধ্যেই ভালোভাবে বেঁচে থাকার আকুতি। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশা। সদস্য হন উদ্দীপন সংস্থায়। ঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজে নেমে পড়েন। তাঁরই খানার সদস্য শাশুড়ি সরবানু। বার্ধক্যের কারণে ইদানীং কাজ করতে পারেন না, চলতে ফিরতেও কষ্ট হয়। চোখে ঝাপসা দেখেন সরবানু। উদ্দীপনের ডাক্তার আপা (পল্লী প্যারামেডিক, সিএইচপি) নাছিমাকে তাঁর শাশুড়িকে নিয়ে কলাপাড়া উদ্দীপন অফিসে গিয়ে চক্ষুশিবিরে বিনা মূল্যে চোখের ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেন।

আশায় বুক বাঁধেন সরবানু, আবার সবাইকে আগের মতোই দেখতে পারবেন। ডাক্তার দেখানো হলো। ডাক্তার বললেন, "ওষুধে সারবে না। চোখে ছানি পড়েছে, অপারেশন করাতে হবে।"

অপারেশনের কথা শুনে সরবানু ভয় পেয়ে যান। সাহায্য ও সেবার হাত বাড়িয়ে দেন উদ্দীপনের আমতলী শাখার ডাক্তার আপা। ডাক্তার আপা সরবানুকে নিয়ে পটুয়াখালী চক্ষু হাসপাতালে বিনা মূল্যে (পিকেএসএফের অর্থায়নে) চোখের ছানি অপারেশন করিয়ে দেন। তারিখটা ছিল ২৫ জুন, ২০১৩।

গ্রাহকের নাম : নাছিমা, স্বামীর নাম : মোশাররফ হোসেন, এফজিডি নম্বর : ৪৯, কোড নম্বর : ৩৩, সংগঠনের নাম : কাশ্মীর শ্রমজীবী মহিলা সংগঠন, রোগীর নাম : সরবানু (শাশুড়ি), শাখার নাম : উদ্দীপন, আমতলী শাখা, উপজেলা : আমতলী, জেলা : বরগুনা।

● **লেখক :** আইজিএ ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার, আমতলী শাখা, পটুয়াখালী অঞ্চল।

শিশুমাতা

মোঃ আবুল বাসার

রানীকে দেখলেই পাড়া-প্রতিবেশীরা বলতেন, "আল্লাহ! বাচ্চার পেটে বাচ্চা! কী হবে ওর?"

মাত্র ১৩ বছর বয়সে রানী বেগম স্বামীর সংসারে যান। স্বামী বাবু চায়ের দোকানদার। বছর না ঘুরতেই সন্তানসম্ভবা হন রানী। খুব সাধারণ হিসাবে গর্ভকালীন জটিলতায় পড়েন তিনি। রানীর শাশুড়িই রানীকে নিয়ে যান রাজশাহীর পবা উপজেলাস্থ উদ্দীপন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে। সেখান থেকে রানী নিয়মিত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ পেতে থাকেন। অবশেষে অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ এক পুত্র সন্তানের জননী হন রানী বেগম।

● **লেখক :** চিকিৎসা সহকারী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি, উদ্দীপন, পবা ও বাঘা, রাজশাহী।

ম্যানিলায় Partnerships against Poverty Summit-এ উদ্দীপন

মোঃ আবুল ফজল

যখন লিখছি, তখন টাইফুন হাইয়ানের আঘাতে ফিলিপাইনের পূর্বাঞ্চলীয় লেইতি প্রদেশের তাকলোবান শহর লণ্ডভণ্ড। রয়টার্স আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, ১২ মিলিয়ন ফিলিপিনো হাইয়ানের কারণে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ফিলিপাইনের রিজিওনাল পুলিশ ডিরেক্টর ও চিফ সুপারিনটেন্ডেন্ট এলমার সোরিয়া নিশ্চিত করেছেন, টাইফুনে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার। নভেম্বরের ৯ তারিখ ভোরে যখন হাইয়ানে তাকলোবান শহরের বাড়িঘর, স্কুল, বিমানবন্দর, নারী-শিশু-পুরুষ শূন্যে উড়ে গিয়ে জমিনে আছড়ে পড়ছে, ঠিক তার এক মাস আগে উদ্দীপনের উপপরিচালক ও এমএফপি প্রধান সওকত আলী তালুকদার, সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার (এমএফপি) আয়ুব হোসেন ও আমি উদ্দীপন থেকে উড়ে গিয়ে নামি সেই ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা শহরে। উদ্দেশ্য, Partnerships against Poverty Summit-এ অংশগ্রহণ করা। ৮ অক্টোবর ফিলিপাইনের স্থানীয় সময় দুপুরে ম্যানিলা পৌঁছে বিকেলের দিকে কল্পনার চোখে আঁকা শহরটা দেখার জন্য বের হই। ঝকঝকে চকচকে প্রায় যানজটমুক্ত শহর। চমৎকার এক অনুভূতি দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি নিমেষেই মুছে দেয়।

পরের দিন থেকে টানা তিন দিন ম্যানিলার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত Partnerships against Poverty Summit-এ অংশগ্রহণ করা। বিশ্বের নানা দেশের উন্নয়নকর্মীদের সাথে পরিচিত হওয়ার সে এক অপূর্ব সুযোগ। প্রত্যক্ষ করলাম ফিলিপাইন কালচারের নানা আয়োজন। বিশ্বের ৭০টি দেশের প্রায় ১০০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন এই সামিটে। এর মাঝে বাংলাদেশ থেকে ১০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথম দিনেই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আগমন, শক্তিশালী অবস্থান ও নানামুখী বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা-পর্যালোচনা ও প্রশ্নোত্তরে করতালিতে মুখরিত সামিটে মাইক্রোক্রেডিটের মাদারল্যান্ড হিসেবে খ্যাত বাংলাদেশকে শক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রত্যক্ষ করে গর্বে বুকটা ভরে উঠল।

প্রকৃতপক্ষে সামিটে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল : ১. দারিদ্র্য দূরীকরণে মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কর্মসূচি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে জানা এবং ২. অর্জিত অভিজ্ঞতায় উদ্দীপনের কর্মসূচিকে সমৃদ্ধ করার জন্য কর্মকৌশল চিহ্নিত করা। সেদিক থেকে দেখলে উদ্দীপন সঠিক অবস্থানেই আছে। সামিটে মাইক্রোক্রেডিটকে উন্নয়নের সার্বিকতার সাথে মিলিয়ে (মাইক্রোক্রেডিট প্লাস) বাস্তবায়ন করতে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়ার জন্যও বারবার অনুরোধ করা হয়। উদ্দীপনও তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ করেছে, যেসব এলাকায় শুধু মাইক্রোক্রেডিট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সেসব এলাকার চেয়ে যেসব এলাকায় মাইক্রোক্রেডিটের সাথে শিশু অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, শিশুশ্রম, পুষ্টি সচেতনতা, স্বাস্থ্যসেবাসহ নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, সেসব এলাকায় মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম অনেক সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেদিক থেকে উদ্দীপনের সমগ্র মাইক্রোক্রেডিটকে কীভাবে মাইক্রোক্রেডিট প্লাস করা যায়, সেটি উদ্দীপনের জন্যও চ্যালেঞ্জ।

সব শেষে উদ্দীপন কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ একজন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অবদান রাখতে অধিকতর দায়িত্বশীল করে তোলে।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার (এমএফপি)।

বেঁচে গেলেন!

মোঃ নুরুল ইসলাম

উদ্দীপনের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির অসিলায় বেঁচে গেল শাবানার গর্ভজাত সন্তান। বেঁচে গেলেন শাবানাও।

চার ভাই-বোনের সবচেয়ে বড় শাবানা বেগম। পারিবারিক দরিদ্রতা ১৮-১৯ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য করে তাঁকে। বছর না ঘুরতেই যৌতুকের বলি হয়ে ফিরেও আসতে হয় বাবার ভিটায়। আবার ছয় মাস ঘুরতে না ঘুরতেই বিয়ে। স্বামীর নাম পানজাত আলী। বয়স ৪২। পানজাতেরও এটা দ্বিতীয় বিয়ে। আগের ঘরে পাঁচ ছেলে-মেয়ে আছে। আগের স্ত্রী বিষপানে মারা গেছেন। এদিকে শাবানা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। স্বামী পানজাত দিনমজুর। দরিদ্রতা তাঁদের সবকিছুকে গ্রাস করতে থাকে। গর্ভাবস্থায় খাদ্য, সেবা ও চিকিৎসার অভাবে শাবানা দিশেহারা হয়ে পড়েন। পেটের সন্তান ও নিজে ঝুঁকিতে পড়েন তিনি।

উদ্দীপনের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির জনৈক সদস্যের মাধ্যমে শাবানা উদ্দীপনের নজরে পড়েন। নিয়মিত চিকিৎসাসেবা পেতে থাকেন। ধীরে ধীরে শাবানার ওজন বাড়তে থাকে। পেটের সন্তানও সুস্থভাবে বাড়তে থাকে। অবশেষে উদ্দীপনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির চিকিৎসা সহকারী ও ধাত্রীর সহযোগিতায় শাবানা সুস্থ একটি সন্তানের মা হন। উভয়ে এখন ভালো আছেন।

উল্লেখ্য, উদ্দীপন অনুকূল ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে রাজশাহী জেলার ৪টি উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নে সব কিশোরী, গর্ভবতী মা, তাঁদের স্বামী ও সদ্যোজাত সন্তানদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে।

● **প্রতিবেদক :** আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উদ্দীপন, রাজশাহী অঞ্চল।

কার্প, শিং ও মাগুর মাছ : উদ্দীপনের মিশ্র চাষ

মোঃ মাহবুব আলম

"আমি আগে ভ্যান চালাতাম। সে সময় আমার ছেলে-মেয়েরা মানুষের বাড়িতে কাজ করত। বাড়ির পাশে ২২ শতকের একটি পুকুর ছিল। উদ্দীপনের পরামর্শে সেখানে মাছ চাষ শুরু করি এবং আর্থিকভাবে লাভবান হই। পরবর্তী সময়ে ৩৩ শতক পুকুর লিজ নিয়ে মোট ৫৫ শতক পুকুরে মাছের চাষ শুরু করি। এখন আর আমার ছেলে-মেয়েদের মানুষের বাড়িতে কাজ করতে হয় না। তারা স্কুলে যায়। মাছ চাষই এখন আমার পেশা।" নাটোরের ৫৬টি গ্রামের একটি গোপীনাথপুর। উক্তিটি সেই গ্রামের বাসিন্দা মোঃ আমীর আলীর। কিন্তু কিছুদিন আগেই আমীর আলীর জন্য দিনে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করাই হয়তো কঠিন ছিল। তবে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প-২-এর মাধ্যমে নাটোর জেলা সদরসহ সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ৫৬টি গ্রামের ৬০০ জন মাছচাষির জীবনের গল্পই এখন আমীর আলীর মতো।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাছ চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩২.৬২ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৪.৩৯ শতাংশ। আর বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ২.৪৬ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে।

অন্যদিকে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ জোগান দেয় মাছ এবং দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন।

প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দেশের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কার্প, শিং ও মাগুরের মিশ্র চাষ সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্দীপন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প-২ বাস্তবায়ন করছে। আর্থিক সহায়তা করছে পিকেএসএফ। ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প-২-এর আওতায় ৬০০ জন উদ্যোক্তার মোট পুকুরের সংখ্যা ৮৯৫ এবং পুকুরের মোট আয়তন ৬০২ একর। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মিশ্র মাছ চাষের মাধ্যমে মাছচাষিদের আয় বৃদ্ধি করা, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রযুক্তি সরবরাহ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, মানসম্মত পোনার মাধ্যমে মাছ চাষে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা, স্থানীয়ভাবে মানসম্মত পোনা সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে নার্সারি স্থাপনে সহায়তা করা, আগের উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা দেওয়া, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এসব উদ্দেশ্য সফল করতে প্রধানত যেসব কাজ করা হচ্ছে তা হলো, কার্প জাতীয় মাছের সাথে শিং ও মাগুর মাছ চাষবিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্পের সাথে শিং ও মাগুর মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রদর্শনী পুকুর ও নার্সারি স্থাপন, শিং ও মাগুর মাছ চাষ, তথ্য প্রদান, কার্প জাতীয় মাছের (কার্পের সাথে শিং ও মাগুর) উৎপাদন ও বিপননে সংযোগবিষয়ক কর্মশালা এবং রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের সাথে যুক্ত চাষিদের মাছের উৎপাদন ও আয় দেখে আশপাশের কৃষক ও গ্রামগুলো কার্প জাতীয় মাছের সাথে শিং ও মাগুর চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

(চলবে। এর পরের সংখ্যায় পড়ুন কার্প জাতীয় মাছের সাথে শিং ও মাগুর মাছের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল)

• **লেখক :** সহকারী পরিচালক-২ (কৃষি), উদ্দীপন।

কেঁচো সারে বাড়তি আয়

মোঃ শামছুল আরিফিন

"মুই দশ হাজার টাহার কেঁচুয়া আর চার হাজার টাহার সার বেচ্চি। সামনে অফিস থেহে কিছু টাহা ছাড়ায়ে আরও দুই-তিনটা রিং করার চিন্তাভাবনা আছে।" কথাগুলো একসময়ের অতিদরিদ্র স্নেহরানীর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের জনপদ পটুয়াখালী জেলা। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণ যোগ হওয়ায় এ অঞ্চলে ফসলের ফলন ব্যাপক হারে কম। অভাব-অনটনে এ এলাকার মানুষকে হতে হয় শহরমুখী।

২০১১ সালে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) অর্থায়নে উদ্দীপন পটুয়াখালী জেলার ৫টি উপজেলায় ১০টি শাখা নিয়ে 'সংযোগ কার্যক্রম' শুরু করে। ওই ১০টি শাখার মধ্যে আউলিয়াপুর একটি। আউলিয়াপুর ইউনিয়নের রণগোপালদী গ্রামে বাস করেন স্নেহরানী। তাঁর ছোট পরিবার। ভাঙা কুঁড়েঘর। এক ছেলে, এক মেয়ে আর স্বামী পরিমলকে নিয়ে স্নেহরানীর দিন আনা দিন খাওয়া জীবন। স্বামী কৃষক। যেটুকু জমি চাষ করেন তা-ও বর্গা। তার ওপর ভালো ফসল হয় না। যেটুকু হয় তার অর্ধেক জমিওয়ালাকে দিয়ে দিতে হয়। স্নেহরানী ভাবেন, কীভাবে স্বামীকে সহযোগিতা করা যায়। কীভাবে ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ করা যায়।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি। স্নেহরানী উদ্দীপন আউলিয়াপুর শাখায় সদস্য হন। তিনি আউলিয়াপুর শাখার প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসারের কাছ থেকে পরিবারভিত্তিক কেঁচো সারের প্ল্যান্ট তৈরি সম্পর্কে জানেন এবং ৫০০ টাকায় ২টি রিং বসিয়ে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেন। পরের মাসেই নিজের করলা, বরবটি, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজি চাষে ৪০ কেজি কেঁচো সার ব্যবহার করেন। স্বামীও তাঁর কাজে সহযোগিতা করতে থাকেন। কেঁচো সার ব্যবহারে ফলন আগের চেয়ে বেশি হয়। অধিক ফলনের কারণে খেতের সবজি বিক্রিও করেন। এ ছাড়া পড়শিরা তাঁর কাছ থেকে কেঁচো ও কেঁচো সার কিনতে শুরু করেন। ফলে হাতে টাকা আসতে থাকে। ছেলের এইচএসসি পরীক্ষার ভর্তি ফি দেয়া সহজ হয়ে যায়।

এখন স্নেহরানী এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

উল্লেখ্য, কেঁচো সার মাটিতে লবণের মাত্রা কমিয়ে দেয়, মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সর্বোপরি ১টি গাছের জন্য ১৬ থেকে ১৭টি যে পুষ্টি উপাদান দরকার, তার ১২টিই কেঁচো সারে আছে। কেঁচো সার বেশি ফলন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম।

• **লেখক :** আইজিএ ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার, উদ্দীপন গলাচিপা, পটুয়াখালী অঞ্চল।

শিশুশ্রম নিরসনে উদ্দীপন

কে. এম. এম. হায়দার

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় শিশুশ্রম যেন খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। সম্প্রতি ইউএস লেবার ডিপার্টমেন্টের একটি জরিপে দেখা যায়, ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ শিশু নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। UNICEF Bangladesh-এর Child labour in Bangladesh প্রতিবেদন মতে, বাংলাদেশে ৭৪ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রমে নিয়োজিত। এর মধ্যে ৩২ লাখ শিশু ৪৯ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ৪ লাখের বেশি শিশু গৃহশ্রমিক (Bangladesh Bureau of Statistics, Report on National Child Labour Survey, 2002-2003)।

সরকারের আন্তরিক অঙ্গীকার ও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে এ বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে, সরকার জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করেছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু নির্যাতন নীতিমালা প্রক্রিয়াধীন আছে। আর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে হেলপ লাইন সেন্টারের নম্বর **১০৯২১** চালু করেছে। এগুলো ছাড়াও সরকার উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু পদক্ষেপ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন করেছে।

শিশুশ্রম নিরসনে উদ্দীপনের ভূমিকা ও অবদান মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত। উদ্দীপন ১৯৮৪ সালে তার জন্মলগ্ন থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে অবদান রাখছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মূল উদ্দেশ্যকে উদ্দীপন তার সেবাগ্রহীতার পারিবারিক আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক পরিবর্তন, স্যানিটেশন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিশু ও নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার, মর্যাদা ইত্যাদির উন্নয়ন দিয়ে নিরূপণ করে। সেই হিসাবে উদ্দীপন এখন ২০,৭৪,৩৮৩ জন মানুষকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে।

এ ছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনে উদ্দীপন আলাদাভাবে কাজ করছে। ১৯৯৫ সালে সহযোগিতায় কুমিল্লার বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে। নামে ৫টি জেলার ৯টি ১৮,৪২০টি শিশু, ১,২০০ জন ছিলেন।

শিশুদের নিয়ে এবং শিশুদের জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন ডেনমার্কের দাউদকান্দিতে উদ্দীপন শিশু অধিকার ১৯৯৭ সালে তা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকল্পে সরাসরি ২২,০২৭ জন মা, ৩,০০০ জন বাবা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সরাসরি জড়িত প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শিশুশ্রম কমানো।

অন্যদিকে সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় উদ্দীপন ২০১১ সাল থেকে ৫টি জেলার ১০টি উপজেলার ৬৩টি ইউনিয়নে Education to Protect Child and Youth Labourers in Agriculture (EPCYLA) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইপসিলা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমজীবী ও শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, মৌলিক শিক্ষা, জীবনমুখী শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়তে সহযোগিতা করা। এ প্রকল্পে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ২১,৫৩৯। এ ছাড়া সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় উদ্দীপন সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে Rural Urban Child Migration Project (RUCMP) প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০,০০০টি শিশুর অধিকার রক্ষায় কাজ করছে। গ্রাম থেকে শহরে শিশুর অনিরাপদ স্থানান্তর কমানো এবং স্থানান্তরিত শিশুর অবস্থার উন্নতি করার লক্ষ্যেই মূলত এই প্রকল্প।

পাশাপাশি সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় জানুয়ারি ২০১২ থেকে উদ্দীপন Child Rights Governance Assembly (CRGA) একটি নেটওয়ার্কভিত্তিক প্রকল্পে লিডিং সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ে শিশুদের জন্য নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জড়িত। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের সব শিশু বিবেচ্য।

• **লেখক :** সিনিয়র মনিটরিং অফিসার, ইপসিলা কর্মসূচি।

শিশুশ্রম নিরসনে উদ্দীপনের ভূমিকা ও অবদান মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখন তিনি!

মোহাম্মদ আবুল কালাম

২০০৬ সালের শেষ দিকের গল্প এটি। স্বামী কুলি। ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে নুন আনতে পানতা ফুরোনোর সংসার রোকেয়া বেগমের। শীত কি গ্রীষ্ম, শরৎ কি বর্ষা–সব ঋতুতে প্রায় ছাদহীন খোলা আকাশের নিচে মাটি দিয়ে ঘেরা ছোট্ট ঘরে তাঁদের বসবাস ছিল নিত্যদিনের। সন্তানদের স্কুলে যাওয়া, ক্ষুধার রাজ্যে স্কুল-টিস্কুল–এসব ছিল শৌখিন চিন্তা।

কাকতালীয়ভাবে উদ্দীপনের তৎকালীন কর্মী শামসুল আলমের সাথে রোকেয়ার দেখা। এরপর উদ্দীপনে রোকেয়ার সদস্য হওয়া। উদ্দীপন থেকে ৮,০০০ টাকা ঋণ নেয়া। দোকানদারি শুরু করা। বছর না ঘুরতেই সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে ১৫,০০০ টাকা পুনরায় ঋণ নেয়া। বড় দুই সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করা। স্বামীর কুলির কাজ আর রোকেয়ার ব্যবসা যেন ধ্রুপদি যুগল সংগীত।

দোকানঘর পাকা করলেন রোকেয়া। উদ্দীপনে বাড়তি সঞ্চয় রাখতে শুরু করলেন তিনি। সব ঋণ শোধ করে এবার ঋণ নিলেন ২৫,০০০ টাকা। মাটির সেই ঘর পাকা করলেন। ছাদ দিয়ে এখন আর আকাশ দেখা যায় না কিংবা চুয়েও পড়ে না বৃষ্টির পানি। এবার অন্য দুই সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্বামী ছাড়লেন কুলির কাজ। যোগ দিলেন স্ত্রীর ব্যবসায়। আবার উদ্দীপন থেকে ঋণ নিলেন ৫০,০০০ টাকা। এক খণ্ড জমি কিনলেন। জমিতে মার্কেট করার পরিকল্পনা করলেন। আবার ঋণ পরিশোধ এবং পঞ্চমবারের মতো ঋণ নিলেন। ঋণের পরিমাণ ১ লাখ টাকা। স্বামীর জন্য মটর পার্টসের দোকান করে দিলেন।

বর্তমানে উদ্দীপনে রোকেয়ার কোনো ঋণ নেই। সঞ্চয় করছেন। নিয়মিত ডিপিএস জমা দিচ্ছেন উদ্দীপনে। দুটি সন্তান পঞ্চম শ্রেণিতে এবং ২টি সন্তান তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। এখন রোকেয়ার পাকা ঘর আছে, মুদির দোকান আছে, আছে পানির কল, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, বিদ্যুৎ, ফ্রিজ ও টিভি। কী নেই রোকেয়ার! বাস টার্মিনালে আছে স্বামীর 'আইমন মটরস' নামে বড় ব্যবসা। আছে নিজের করা মার্কেটে ৩টি পাকা দোকানঘর। আছে ৫টি টমটম গাড়ি। ঘরে শান্তি আছে। সম্মান আছে সমাজে।

রোকেয়া বলেন, "অসহায় ছিলাম। এখন আমি এলাকায় পরিচিত ব্যবসায়ী।"

এখন তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

পুনশ্চ : *রোকেয়ার সংগঠনের নাম লারপাড়া শ্রমজীবী মহিলা গ্রাম সংগঠন, সংগঠন নম্বর ০৪, গ্রাহক নম্বর ০৯, ভর্তির তারিখ ১৭-১১-২০০৬, বাস করেন কক্সবাজারের ঝিলংজা ইউনিয়নে আর স্বামীর নাম ইয়ার মোহাম্মদ।*

• **লেখক :** শাখা ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার শাখা, উদ্দীপন।

বিনা মূল্যে চক্ষুশিবির ও ছানি অপারেশন

মোঃ শহিদুল ইসলাম

দুনিয়ার এত আলো থাকতেও অন্ধকার ছিল যাঁদের নিত্যসঙ্গী, আজ তাঁদের চোখে আলো! চোখে আলো ফিরে পেয়ে নিজেকে তাঁরা ভাগ্যবান মনে করছেন। পাশাপাশি সংসার পরিচালনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবেন বলে আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) প্রকল্পের অধীনে উদ্দীপন বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংযোগের কর্মসূচি উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত। কুড়িগ্রাম ও রংপুর নিয়ে উত্তরাঞ্চল আর বরগুনা ও পটুয়াখালী নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে একটি হলো চক্ষুশিবির। প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র পরিবারে যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ চোখের রোগে ভুগছেন এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, অথচ আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না, এমন সদস্যদের জন্য বিনা মূল্যে চক্ষুশিবিরের আয়োজন করা হয়। ২২ মে ও ১৬ জুন, ২০১৩ তারিখে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে মোট ৪টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৪৩ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। রংপুর সদর উপজেলাস্থ সিও বাজার অফিস প্রাঙ্গণে রংপুর আধুনিক চক্ষু হাসপাতালের এমবিবিএস, ডিও, বিশেষজ্ঞ চক্ষু সার্জন ডা. মোখলেছুর রহমান এবং পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার দশমিনা অফিস প্রাঙ্গণে পটুয়াখালী চক্ষু হাসপাতালের এমবিবিএস, ডিও, বিশেষজ্ঞ চক্ষু সার্জন ডা. জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে সমগ্র চক্ষুশিবির পরিচালিত হয়।

এ ছাড়া চক্ষুশিবিরের মাধ্যমে অতি নাজুক ৩১ জন চিহ্নিত রোগীর ছানি অপারেশন করা হয়। অপারেশনের যাবতীয় খরচ বহন এবং অপারেশন-পরবর্তী সময়ের জন্য ওষুধপত্রও প্রদান করা হয়।

• **প্রতিবেদক :** সহকারী পরিচালক (এমএফপি), উদ্দীপন।

বীজ বিতরণ

এ কে আহম্মেদ ইফতেখার

পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বাংলাদেশের ৪৩টি জেলার ৪৩টি ইউনিয়নে ৪৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচি নামে একটি বিশেষায়িত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উদ্দীপন পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নে ওই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বসতবাড়িতে সবজি চাষ সমৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২১ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে ওই কার্যক্রমের আওতায় রবি মৌসুমের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১০৮ জন চাষির মধ্যে বীজ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক চাষিকে ২০০ টাকা মূল্যের লাল শাক, পালং শাক, পুঁই শাক, ঢেঁড়স, বরবটি, বেগুন, করলা, ঝিংগা, মিষ্টি কুমড়া ও ক্ষেত লাউের মোট ১০ ধরনের বীজ প্রদান করা হয়।

পাড়েরহাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ শঙ্কর কুন্ডু। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পাড়েরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শাহ আলম হাওলাদার, উদ্দীপন পিরোজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী কৃষিবিদ মোঃ হাফিজুর রহমান এবং উদ্দীপন পাড়েরহাট শাখার কর্মকর্তারা।

• **প্রতিবেদক :** পরিবার উদ্যোগ উন্নয়ন সহকারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি।

আলো ও উদ্দীপন

পিনাকী সেনগুপ্ত

“আগামী ১০ বছরেও আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসবে বলে মনে হয় না। উদ্দীপনের বিদ্যুৎ আমাদের ঘর আলো করে দিয়েছে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ারও ভয় থাকে না।” কথাগুলো বলছিলেন প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসরত প্রায় ১,১৪২ জন মানুষের দেশ বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুর জেলার দ্বীপসদৃশ উপজেলা বায়পুরের চরলক্ষ্মীপুর গ্রামের ওয়ালিদা বেগম।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বিগত দশকে দেশের বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের ধারা লক্ষণীয়। বিশেষ করে, গ্রামীণ জনপদ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে বঞ্চিতই ছিল বলে ধরা যায়। তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) প্রকাশিত সোলার হোম সিস্টেম পুস্তক সূত্রে বর্তমানে দেশের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত। জনপ্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার মাত্র ১৩৩ ইউনিট। সেদিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বনিম্ন ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি। আর যে হারে বিদ্যুতায়ন হচ্ছে, তাতে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছতে ৪০ বছরেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

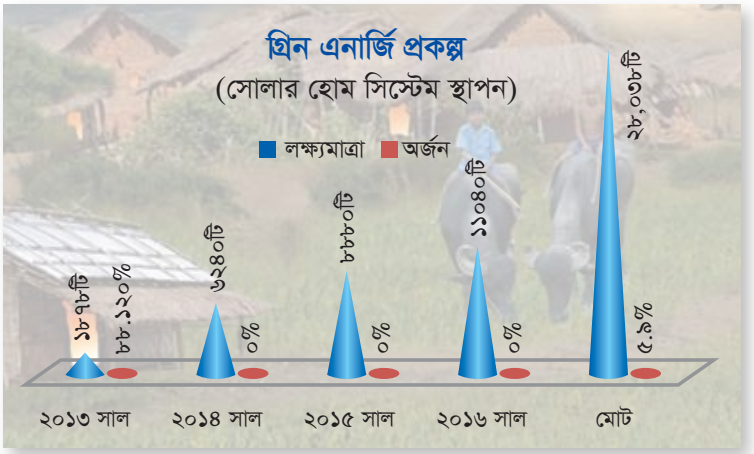

আমাদের দেশ যেমন জনবহুল, তেমনি নদ-নদীর দেশ। আবার গ্রীষ্মেরও দেশ। সূর্যকিরণের দেশ। সৌরশক্তি কাজে লাগানোর দিক থেকে অমিত সম্ভাবনার দেশ। সারা দেশটাকেই হয়তো নবায়নযোগ্য শক্তির আওতায় আনা সম্ভব। অর্থাৎ সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব।

আধুনিক মনস্ক উদ্দীপন সৌরশক্তির সম্ভাবনাকে ২০১১ সালেই অনুভব করে। ‘গ্রিন এনার্জি প্রকল্প’ নামে ২০১১ সালের জুন থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ‘সোলার হোম সিস্টেম’ স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতের সুবিধা গ্রামীণ জনপদে পৌঁছে দিতে শুরু করে এবং ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬১০টি ‘সোলার হোম সিস্টেম’ স্থাপন করে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল) আর্থিক সহায়তায় ব্যাপকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। নভেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ইডকলের সহায়তায় ১,৬৫৩টি ‘সোলার হোম সিস্টেম’ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে ২৬,৩৮৫টি ‘সোলার হোম সিস্টেম’ স্থাপন করতে হবে। নভেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৪২টি ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে সমগ্র কর্মকাণ্ডটি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৬ সাল নাগাদ ব্রাঞ্চ অফিসের সংখ্যা হবে ১২৫, আর স্টাফের সংখ্যা হবে ৩১২। উদ্দীপন গ্রিন এনার্জি প্রকল্পের মাধ্যমে পটুয়াখালী, বরগুনা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কুমিল্লা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যুৎ-বঞ্চিত জনপদে ‘সোলার হোম সিস্টেম’ স্থাপনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে। এ ছাড়া ২০১৬ সাল নাগাদ উদ্দীপন একই উপায়ে দেশের ৬৪টি জেলার নন‌গ্রিড অঞ্চলে ঘরে ঘরে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।

সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে উদ্দীপন যেমন মানুষের ঘর আলোকিত করছে, তেমনি মানুষের আর্থিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে উদ্দীপন গ্রিন এনার্জি প্রজেক্টের মাধ্যমে ইরিগেশন প্রকল্প পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রংপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ৫টি স্পটে চাহিদা নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শেষ করেছে। পাশাপাশি উদ্দীপন ২০১২ সালের শেষের দিকে কানাডার Advanced Micro Energy Inc.-এর সাথে যৌথভাবে UDDIPAN Green Energy Ltd. নামে একটি কোম্পানি গঠন করে। UDDIPAN Green Energy Ltd. ‘গ্রিন এনার্জি’-সম্পর্কিত সমস্ত গুণগত পণ্য ও সেবা, গবেষণার মাধ্যমে এর মান উন্নত করা এবং বাংলাদেশের সব অঞ্চলে উল্লিখিত পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

• **লেখক :** সহকারী পরিচালক (জিইপি), উদ্দীপন।

• **মাঠপর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন :** মোঃ ফরিদ উদ্দীন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গ্রিন এনার্জি প্রকল্প, মোল্লারহাট শাখা, উপজেলা রায়পুর, উদ্দীপন নোয়াখালী অঞ্চল।

বলুন তো?

(বড়দের জন্য)

সম্ভারের ১৪তম সংখ্যায় প্রশ্ন ছিল, বলুন তো এখানে কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?

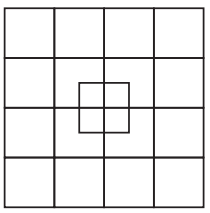

সঠিক উত্তর দিয়েছেন
রাজীব বড়ুয়া
উর্ধ্বতন প্রোগ্রাম অফিসার, অর্থ ও হিসাব
উদ্দীপন প্রধান কার্যালয়

উত্তর : ৩৫টি বর্গক্ষেত্র আছে।

এবারের প্রশ্ন :

১০টি চারা গাছ ৫টি লাইনে কীভাবে লাগালে প্রতিটি লাইনে ৪টি করে চারা গাছ লাগানো সম্ভব হবে?

ইংগিত : *নির্দেশানুসারে চারা গাছগুলো লাগানোর পর অতিপরিচিত একটি আকৃতি প্রকাশ পাবে, যা একটি জ্যামিতিক আকারে প্রকাশিত হবে।*

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, ২০১৪। marufcm@gmail.com ঠিকানায় উত্তর পাঠাতে ভুলবেন না যেন। উত্তর পাঠাতে ই-মেইলে সাবজেক্ট হিসেবে লিখুন ‘বলুন তো সম্ভার ১৫ সংখ্যা’ বা ‘bolun to-SHAMVER 15 issue’।

• ডেস্ক

অনিরাপদ স্থানান্তর এবং স্থানান্তরিত শিশুদের নিবন্ধন ও স্থানীয় সরকার মডেল

মোঃ নাজমুল করিম

শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার অন্যতম কারণ হচ্ছে শিশুদের অনিরাপদ স্থানান্তর (Unsafe Migration)। আমাদের দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের বসবাস বিশাল আয়তনের গ্রামীণ অঞ্চলে। শিশুর অনিরাপদ স্থানান্তরের উৎস এখানেই।

দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জানার সুযোগই প্রায় হয় না যে স্থানান্তরিত শিশুরা আসলে কোথায় আছে। ফলে এই শিশুরা যখন ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, যৌন নির্যাতন ও পাচারের মতো ঘটনার শিকার হয়, তখন ইচ্ছা থাকলেও পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না।

রুরাল আরবান চাইল্ড মাইগ্রেশন প্রকল্প (আরইউসিএমপি) লিংক একটি প্রকল্পের নাম। সমস্যাটাকে কমিয়ে আনার জন্য প্রকল্পটির মাধ্যমে একটি পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় উদ্দীপন ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উদ্দীপন ঢাকার মিরপুর, কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, দাউদকান্দি ও চাঁদপুরের কচুয়ায় মোট ৪টি ওয়ার্ড ও ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করছে। আর বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ কাজটি করছে যশোর ও বরিশালের ১৪টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়ার্ড কাউন্সিল কার্যালয়ে।

অনিরাপদ স্থানান্তরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং ইতোমধ্যে শহরে স্থানান্তরিত শিশুদের জন্য এটি একটি ওয়েবভিত্তিক কম্পিউটারাইজড তথ্য সংরক্ষণের pioneering কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ড বা প্রকল্পটি শুরু হয়েছে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে এবং শেষ হবে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সব ইউপি, ওয়ার্ড কাউন্সিল অফিসসহ পুলিশ স্টেশনগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টা চলছে। স্থানীয় সরকারকে নিউক্লিয়াস করে ইতোমধ্যে শিশুদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সহায়তা করছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ পুলিশ, কমিউনিটি জনগণ, এনজিওসহ স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ। স্থানীয় সরকার আরো একটি কাজ করছে, তা হলো স্থানীয় সরকারের নিরাপত্তাবেষ্টনীসহ (Safety net) বেসরকারি অন্যান্য সংস্থার সেবাগুলোর সাথে অনিরাপদ স্থানান্তর ঝুঁকিতে আছে এমন পরিবারগুলোকে সংযুক্ত করছে, যাতে পরিবারগুলো শহরের পথে পা না বাড়ায়। এ ছাড়া শহর থেকে প্রত্যাবর্তন করা শিশুর পরিবারকে Service Delivery Mechanism-এর সাথে লিংক করার কাজটিও পর্যায়ক্রমে করা হবে।

স্থানীয় সরকার হচ্ছে প্রান্তীয় পর্যায়ে সুসংগঠিত একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেটি স্বায়ত্তশাসিত কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রান্তিক পর্যায়ে এর চেয়ে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী কার্যকর প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আর একটিও নেই। আরইউসিএমপি প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে যেকোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টায় স্থানীয় সরকার হতে পারে একটি নির্ভরযোগ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান।

আরইউসিএমপি প্রকল্প যৌক্তিকভাবে মনে করে, স্থানীয় সরকার অনিরাপদ স্থানান্তরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও স্থানান্তরিত শিশুদের নিবন্ধন এবং নিবন্ধন-পরবর্তী Tracing & Tracking-এর সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা। কারণ, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এলাকার প্রত্যেক মানুষকে যেভাবে চেনেন ও জানেন, তা অন্য কেউ জানেন না। সব দিক বিবেচনায় শিশু অধিকার রক্ষায় প্রকল্পটি একটি মাইলফলক বলা চলে।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, স্থানীয় সরকার অনায়াসে উন্নয়নের মডেল হতে পারে। সরকার আরইউসিএমপির কার্যক্রমসহ তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নমূলক যাবতীয় কার্যক্রম স্থানীয় সরকারের অধীনে অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে পারে।

• **লেখক :** প্রকল্প সমন্বয়কারী, রুরাল আরবান চাইল্ড মাইগ্রেশন প্রকল্প–লিংক, উদ্দীপন।

একের ভেতর অনেক

মোঃ হাফিজুর রহমান

বাসক। একটি ভেষজ উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Adhatoda vascia Ness। বাংলা নাম শ্বেত বাসক হলেও এটি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন : আড়ুষা, বাসা, বাঁসা, বৃষ, অটরূষক ইত্যাদি। তবে সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে এটির ব্যবসায়িক নাম বাসক। ইংরেজি নাম Malabarnut & Vasaka। এটি প্রায় সর্বত্র জন্মে। আর্দ্র, সমতল ভূমিতে এটি বেশি জন্মে। এ ছাড়া বাড়ির আশপাশে, জমির আইলে, ডোবা-নালা ও পুকুর-খাল-বিলের পাড়ে, রাস্তার ধারে অবলীলায় বাসক জন্মে।

বাসকের তাজা অথবা শুকনো পাতা, ছাল, ফুল ও মূল ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। বাসক পাতার নির্যাস সর্দি, কাশি, হাঁপানি, বক্ষব্যাধি, ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্বরভঙ্গ এবং শ্বাসনালির প্রদাহমূলক ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী। তবে বাসক পাতার তৈরি ওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন না করার জন্য চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন।

বাসকের পাতায় 'ভাসিসিন' নামে ক্ষারীয় পদার্থ থাকে, ফলে বাসক পাতায় ছত্রাক জন্মায় না এবং পোকামাকড় ধরে না। প্যাকিং ও সংরক্ষণ করার কাজে বাসক পাতা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বাসকের রস ব্যবহারে বগলের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এ ছাড়া বাসক ভীষণভাবে পরিবেশবান্ধব। বাসক পাতায় কিছু দুর্গন্ধ আছে বলে চাষাবাদে পোকামাকড় থেকে ফসল রক্ষায় বাসকের পাতা বিশেষ উপকারী। বাসক পাতা তেতো হওয়ায় গবাদিপশু দ্বারা অনিষ্ট হয় না। ফলে এটি উৎপাদনে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। বরং এটি প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক বেড়া হিসেবেও জমি ও ফসলকে গবাদিপশুর কবল থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে বাসক।

পিকেএসএফের সহায়তায় উদ্দীপন পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নে 'কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য বাসক পাতা উৎপাদন ও বিপণন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফের ১ লাখ টাকা অনুদানে জুলাই ২০১২ থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। এ পর্যন্ত দুজন নার্সারি উদ্যোক্তা মোট ৮১,৫০০টি বাসক চারা উৎপাদন করেন। এর মধ্যে তাঁরা ১২,৫০০টি চারা বিক্রি করেন আর ৬৯,০০০টি চারা নিজেদের জমিতেই রোপণ করেন। উল্লেখ্য, কাটিং লাগানোর পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে চারা গাছ পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে। তবে বছরে বর্ষাকালে একবারই চারা উৎপাদন করা যায়। চারা লাগানোর ৬ মাস পর বাসক পাতা সংগ্রহ ও বিক্রি করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে ৩ মাস পর পর পাতা তোলা যায় এবং ২০ বছর পর্যন্ত বাসক গাছ বাঁচে। অন্যদিকে ৫৩ জন বাসক পাতা উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা ৮১,৫০০টি চারা রোপণ করেন। এর মধ্যে ৪৫,০০০টি চারা এবং ২৩৩ কেজি বাসক পাতা বিক্রি করেন।

প্রতিটি চারা ২ টাকায় এবং প্রতি কেজি পাতা ৪০ টাকায় বিক্রি হয়। পাড়েরহাটের উৎপাদনকারীরা মূলত স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের কাছে পাতা বিক্রি করে থাকেন।

● **প্রতিবেদক :** সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, উদ্দীপন, পাড়েরহাট, পিরোজপুর।

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৩

মির্জা বদরুল ইসলাম বেগ

'নিশ্চিত হোক শিশু অধিকার, কাটুক সকল অন্ধকার'–স্লোগানকে সামনে রেখে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সারা বাংলাদেশে পালিত হয় 'শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৩'। সেই ধারাবাহিকতায় উদ্দীপন কৃষিশ্রমে নিয়োজিত শিশু ও যুবদের সুরক্ষায় শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় পিরোজপুর, আল্লারদর্গা, ভেড়ামারা, দাউদকান্দি, বাঁশখালী ও দোহাজারী শাখায় 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ' পালন করে।

এ উপলক্ষে শিশু অধিকারবিষয়ক বিভিন্ন স্লোগান-সংবলিত পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, রঙিন ফিতা, জরি নিয়ে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১,৬০০টি শিশু ও যুব, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কর্মীসহ প্রাণবন্ত র‍্যালি হয়। র‍্যালিটি উদ্দীপন অফিস থেকে শুরু করে আশপাশের প্রধান সড়ক ও জনবহুল স্থান প্রদক্ষিণ করে।

এ ছাড়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার, শিশু প্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তৃতায় উদ্দীপন ইপসিলা কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের তাৎপর্য তুলে ধরেন প্রকল্পের কর্মকর্তারা।

জনৈক শিশু প্রতিনিধি বলেন, গৃহকর্মে নিয়োজিত ছোট শিশুও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। সবাইকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ ছাড়া সরকারি কর্মকর্তারা শিশুদের জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। অতিথিরা শিশুদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

র‍্যালি ও আলোচনা সভা ছাড়াও শিশুরা নাটক, দেশাত্মবোধক গান, অধিকারবিষয়ক গান ও নাচে সারা সপ্তাহ মুখরিত ছিল। এসব অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য নানা ধরনের পুরস্কারও ছিল।

● **প্রতিবেদক :** প্রকল্প কর্মকর্তা, ইপসিলা, দোহাজারী।

আঞ্চলিক মাসিক সভা

মোঃ কবির হোসেন

উদ্দীপন চাঁদপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক মাসিক সভা ৮ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদ্দীপনের উপপরিচালক ও মাইক্রো ফিন্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান মোঃ সওকত আলী তালুকদার। এতে সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ কবির হোসেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল স্পেশাল ডিউটি অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান, রিজিওনাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ সুপারভাইজার মোঃ জয়নাল আবেদীন, রিজিওনাল ফিন্যান্স ম্যানেজার মোঃ মিজানুর রহমান, বীমা কর্মকর্তা এস এ সামাদ, এরিয়া ম্যানেজার (সোলার) মোঃ মোতালেব হোসেনসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক। প্রধান অতিথি অঞ্চলের চলতি অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ঋণ বৃদ্ধি, ভর্তি ও ফেরত, সঞ্চয় আদায় ও ফেরত, ডিপিএস, সোলার প্রকল্প ও বীমা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

● **প্রতিবেদক :** আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, চাঁদপুর, উদ্দীপন।

অ ভি ন ন্দ ন

কৃতী সন্তানেরা

মাসিহা মাহফুজ তুরাবা ২০১২ সালে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় লক্ষ্মীপুর পুলিশ লাইনস স্কুল থেকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে বর্তমানে লক্ষ্মীপুর সরকারি গার্লস স্কুলে পড়ছে। তুরাবার বাবা মোঃ মাহফুজুর রহমান উদ্দীপন নোয়াখালী অঞ্চলের মাইজদী কোর্ট শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যান্ড বিএম হিসেবে কর্মরত আছেন।

মোঃ ইজাজুল হক (ইমন) ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণিতে রামগঞ্জ এম ইউ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে। ইমনের বাবা মোঃ জাহিদুল আলম উদ্দীপন নোয়াখালী অঞ্চলের লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ শাখায় উর্ধ্বতন কর্মসূচি কর্মকর্তা।

অন্যদিকে মোঃ ফাহিম কবির তো মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ থেকে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২০১৩ সালে এই কৃতিত্ব অর্জন করে। কবিরের মা ফাতেমা বেগম উদ্দীপন হেড অফিসে ডেপুটি ম্যানেজার (এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি) হিসেবে কর্মরত আছেন।

আর চমকে দেয়ার মতো ফলাফল ফাহমিদা হক মজুমদারের। সে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২০১১ সালে মাধ্যমিক এবং ২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। ফাহমিদা উদ্দীপন ঢাকা অফিসে কর্মরত ম্যানেজার, মাইক্রোফিন্যান্স মোঃ ফজলুল হক মজুমদারের জ্যেষ্ঠ কন্যা।

উদ্দীপনের পক্ষ থেকে মাসিহা মাহফুজ তুরাবা, মোঃ ইজাজুল হক (ইমন), মোঃ ফাহিম কবির, ফাহমিদা হক মজুমদার ও তাদের মা-বাবাকে অভিনন্দন।

মালিয়াত মাহফুজ তাহান, তুমি তোমার ছবি ছাড়া আর কিছুই পাঠাওনি। তবে আমরা তোমার ছবি পেয়েই মহাখুশি। শুনলাম তোমার বয়স মাত্র ৫ বছর। তোমার আপু মাসিহা মাহফুজ তুরাবা যেমন ভালো ছাত্রী, আমরা আশা করছি তুমি ভবিষ্যতে তার চেয়েও লেখাপড়ায় ভালো করবে। সেই আনন্দেই এখানে তোমার ছবি ছেপে দিলাম। কেমন লাগল জানাবে।

● ডেস্ক

একজন সফল ঋণ অফিসার সিপ্তি রায়

মোঃ জহুরুল ইসলাম

নভেম্বর মাসে সিপ্তি রায়ের ঋণস্থিতি উদ্দীপন ঘোষিত সর্বোচ্চ ইনসেনটিভ ক্যাটাগরি এ+, এক কোটির মাইলফলক অতিক্রম করেছে। তাঁর বর্তমান ঋণস্থিতি ১,০৫,২২,০৭১ টাকা। সিপ্তি রায় ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি উদ্দীপন দাউদকান্দি শাখায় ক্রেডিট অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে অত্যন্ত পরিশ্রমী এই উন্নয়নকর্মী সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

উদ্দীপন ম্যানেজমেন্ট ও উদ্দীপন দাউদকান্দি-১ শাখার সব পর্যায়ের স্টাফ সিপ্তি রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন এবং তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছেন।

● **প্রতিবেদক :** শাখা ব্যবস্থাপক, উদ্দীপন দাউদকান্দি-২ শাখা, কুমিল্লা অঞ্চল, উদ্দীপন।

একজনেরই আউটস্ট্যান্ডিং এক কোটি টাকা!

মোঃ আরিফুল ইসলাম

নভেম্বর মাসে উদ্দীপন দাউদকান্দি-২ শাখা, কুমিল্লা অঞ্চলের ক্রেডিট অফিসার শংকরী রানী দাসের একারই ঋণস্থিতি ১,১৭,২৬,৭৩৪ টাকা। উল্লেখ্য, দাউদকান্দি-২ শাখাটি বকেয়ামুক্ত একটি শাখা। এই শাখার নভেম্বরের ঋণস্থিতি ৫,৩৯,৬৮,৮২৭ টাকা এবং শাখার কর্মীপ্রতি ঋণস্থিতি ৮৯,৯৪,৮০৫ টাকা।

এই সাফল্যের জন্য উদ্দীপন ম্যানেজমেন্ট ও উদ্দীপন দাউদকান্দি-২ শাখার পক্ষ থেকে শংকরী রানীসহ শাখার এমএফপি প্রোগ্রামের সব পর্যায়ের স্টাফদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ্য, এ ধরনের বিশেষ অর্জনের জন্য উদ্দীপন ক্রেডিট অফিসারদের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ কর্মপ্রণোদনা প্রদান করে থাকে।

● **প্রতিবেদক :** হিসাবরক্ষক, দাউদকান্দি-২ শাখা, কুমিল্লা অঞ্চল, উদ্দীপন।

শিশু পাতা

শিশু

অমিত বিশ্বাস

এই শিশুটি একদিন ফুল হয়ে ফুটবে,
মৌমাছি একদিন মৌ নিতে আসবে।
এই শিশুটি একদিন বিদ্যালয়ে পড়বে,
শিক্ষিত হয়ে সে সমাজকে গড়বে।
এই শিশুটি একদিন ডানা মেলে উড়বে,
সব কাজে মানুষের ভালোবাসা জুটবে।
এই শিশুটি একদিন সবকিছু বুঝবে,
দেশটাকে একদিন বড় করে তুলবে।
এই শিশুটি একদিন বড় হয়ে দাঁড়াবে,
অন্যায় অবিচার দেশ থেকে তাড়াবে।

• **কবি :** সদস্য, উদ্দীপন অফিস বেইজ শিশু ও যুব ক্লাব, পিরোজপুর অঞ্চল।

সুন্দর পৃথিবী

তানভীর হোসেন

পৃথিবীটা সুন্দর, পাখি সব বাসা বাঁধে গাছে
গান গায় কিচিমিচি, রাত-ভোর-সন্ধ্যা বসে শাখে।
সবুজে সবুজে ভরা এ দেশ,
সুখে শান্তিতে আছি মোরা বেশ,
শহর-বন্দর-গ্রামে, ছুঁয়ে গেছে উন্নয়নের রেশ।
চাঁদমামা হাসে রাতে, আলো ভরা দিন
ভুলিতে পারি কি মোরা! ভাষাশহীদের ঋণ?
স্বাধীন এ দেশ মোদের, বাংলা মায়ের ভাষা
সুন্দর এই পৃথিবীতে, মর্যাদা লয়ে বাঁচিবার আশা।

• **কবি :** সদস্য, উদ্দীপন অফিস বেইজ শিশু ও যুব ক্লাব, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া অঞ্চল।

কী সুন্দর!

• ডেস্ক

ইফতিখারুল আলম মাহিন, তোমার হাতের আঁকা ছবি পেয়ে আমরা খুব খুশি। তোমার আঁকা খুব ভালো হয়েছে। এ ছাড়া তুমি তোমার নার্সারি ক্লাসে ফার্স্ট বয়। এটা জেনেও খুব ভালো লাগল। তোমার স্কুল সেন্ট পল্‌স মিশন স্কুল, ঢাকার সব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তোমার বন্ধুদের আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ো। সেই সাথে তোমার বাবা আমাদের সহকর্মী সহকারী পরিচালক-২ (কৃষি) মোঃ মাহবুব আলমের প্রতি রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

নিবন্ধন

মোহাম্মদ আলী সরকার

অনিরাপদ অভিবাসন কিংবা তার ঝুঁকি
দিচ্ছে যাদের হানা,
সেই শিশুদের
আরইউসিএমপির নিবন্ধনে আনা।
দরিদ্রতা-অবহেলায় অনিরাপদ শ্রমে
বিপন্নদের পাশে,
সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন
উদ্দীপনও আছে।

সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার
কমিউনিটির লোক,
সবাই মিলে সুর তুলেছেন
শিশুর নিবন্ধনটা হোক।
ওয়ার্ড-ইউনিয়ন-শহর-গ্রামে
পড়ে গেছে সাড়া,
শিশুর নিবন্ধন নিশ্চিত হোক
কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা।

• **কবি :** প্রশিক্ষক, আরইউসিএমপি, উদ্দীপন।

বুদ্ধি খাটাও! উত্তর দাও!

(কেবল শিশু-কিশোরদের জন্য)

১১ × ১১ = ৪ এবং ২২ × ২২ = ১৬ হলে ৩৩ × ৩৩ = ?

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, ২০১৪। marufcm@gmail.com ঠিকানায় উত্তর পাঠাতে ভুলবে না যেন। উত্তর পাঠাতে ই-মেইলে সাবজেক্ট হিসেবে 'বুদ্ধি খাটাও! উত্তর দাও! সম্ভার ১৫ সংখ্যা' বা 'buddhi khatao! uttar dao! SHAMVER 15 issue' লিখবে। উত্তরের সাথে তোমার নাম ও স্কুলের নাম লিখবে। ই-মেইল পাঠাতে মা-বাবা বা অভিভাবকের সহযোগিতা নেবে।

• ডেস্ক

রঙ্গনা

রওশন জান্নাত রুশনী

রঙ্গনা। স্বপ্নের মায়াবী জানালায় নানা রঙের প্রজাপতি দেখে। হাসির ঝিলিকে দুলে ওঠে কর্ণফুলীর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। পাড়ার জোয়ান-বুড়ো সবাই ষোড়শী রঙ্গনার সাথে ভাব জমাতে চায়।

একদিন। ক্লাসের টিফিন পিরিওডে মুঠোফোনে রিং বেজে ওঠে 'রঙ্গনা, তুমি কি বোঝো না'। ক্লাসজুড়ে হা হা হি হি হাসির রোল পড়ে যায়। রঙ্গনা চমকে উঠে ব্যাগে হাত দিয়ে দেখে, নতুন একটি মুঠোফোনের সেট। কার মোবাইল! অশ্লীল ছবি আর এসএমএসে ভরা। স্তব্ধতা নেমে আসে সারা ক্লাসে। লজ্জা, আতঙ্ক, ভয়ে রঙ্গনা আর বন্ধুদের মুখ বিবর্ণ নীলাভ।

বাড়ি ফিরে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে রঙ্গনা। মুঠোফোনটা মায়ের হাতে তুলে দেয় সে। মায়ের ফ্যাকাশে মুখে একরাশ প্রশ্ন! কাঁদতে কাঁদতে সব খুলে বলে মাকে। হঠাৎ বেজে ওঠে সেই যন্ত্রটি–

হ্যালো...

অপর প্রান্ত থেকে কোনো এক যুবকের কর্কশ কণ্ঠে গান ভেসে আসে–

'ডার্লিং...পড়ে না চোখের পলক, কী তোমার রূপের ঝলক...'

"আমি রঙ্গনার মা" বলেই সুইচ অফ করে দেন।

পরের দিন থেকে মায়ের সাথে রঙ্গনার স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু। দিন কয়েক পরই মায়ের মুঠোফোনে আবার সেই যুবকের কল।

"শাশুড়ি আম্মা, হানিমুনে গেলেও কি মেয়েকে পাহারা দিয়ে রাখবেন? শোনেন, মুঠোফোনটা রঙ্গনার লাইগ্যা দিছি, আপনার লাইগ্যা না। কাইল রাস্তার মোড়ে থাকমু, রঙ্গনা যেন্ একা আসে।"

কী করবেন রঙ্গনার মা? রঙ্গনার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেবেন? তা কী করে হয়? কদিন পরই যে এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা। উপায়ান্তর না দেখে স্বামীকে সব খুলে বলেন। পরদিন সকাল থেকে বাবার সাথে রঙ্গনার স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলে রাখা হয় সবকিছু। কিন্তু রাস্তার মোড়ে বখাটেদের সকাল-বিকেল আড্ডা মারা, বিশ্রী বিশ্রী কথা বলা, জ্বালাতন করা–সবকিছু আগের মতোই চলতে থাকে। বাবা-মেয়ে না শোনার ভান করে এগিয়ে যায়। একদিন হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ায় ওই যুবক। বলে, "শ্বশুর আব্বা, কোল্ড ড্রিংক খাইয়া আসেন। আমি রঙ্গনার লগে একটু রসের কথা কমু। ...এই সুন্দরী, দেমাগ দেখাস ক্যান? আমারে তোর পছন্দ হয় না! আমার নামে স্কুলে নালিশ দিছস? তোর চাঁদমুখে...মুহূর্তে চিৎকার। ...

বাঁচাও! ...বাঁচাও!

না। পথচারীদের কী এমন গরজ পড়েছে যে হাঙ্গামায় জড়িয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করবে। ততক্ষণে কর্ণফুলীতে ঝড় উঠেছে, ফুঁসছে কর্ণফুলী। নোনা জলে ছলাৎ করে ঝলসে ওঠে রঙ্গনার মুখ। আহ! এত জ্বালা!

এরপর জীবন-মরণের মাঝেই পাঁচ মাস। জয় হয় জীবনের। কিন্তু রঙ্গনার ঝাপসা চোখে রঙিন প্রজাপতি আর ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় না। এখন তার ধূসর স্বপ্নে কীটপতঙ্গ কিলবিল করে। তার পরও রঙ্গনা বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এত আঁধারের মাঝেও জোনাকির আলো মিটমিট করে জ্বলে তার প্রায় অন্ধ চোখের তারায়। জোয়ান-বুড়োরা অ্যাসিডে ঝলসানো বীভৎস মুখ দেখে ভয়ে(!) নাকি লজ্জায় মুখ লুকায়? রঙ্গনা হৃদয়ের গহিন থেকে ধিক্কার জানায় ওই কাপুরুষতাকে। ধিক্কার তোলে স্কুলের বন্ধুরা, শিক্ষকেরা, জানা অজানা অনেক মানুষ ও প্রতিষ্ঠান। আজ আকাশে-বাতাসে প্রতিবাদের সুর উঠেছে।

আসুন, আমরাও সুর তুলি। একসাথে–

'জাগো মানুষ, দূর হোক ত্রাস।

বন্ধ হোক নির্যাতন, অ্যাসিড সন্ত্রাস।'

• **লেখক :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ইপসিলা।

পিঁড়ি থেকে রক্ষা

আব্দুর রাজ্জাক

দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের নারায়ণপুর মাঠপাড়া গ্রামের মোছাঃ জেসমিন আক্তারের বাবা মোঃ তৈজুন মণ্ডল। তিনি বললেন, "ঘরে অভাব, মেয়ে মানেই ঘাড়ের বোঝা।" তাই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। যদিও মেয়ের বয়স মাত্র ১১ বছর।

লক্ষ্মীখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রহিতুল ইসলাম। তিনি রিফাইতপুর ইউনিয়নের উদ্দীপন সতর্ক পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্য। জেসমিনের মা-বাবাকে তিনি পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া জেসমিনের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তাঁদের বাল্যবিয়ের পরিণতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন এবং জেসমিনের বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন।

উল্লেখ্য, ২২ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে দারিদ্র্যের কারণে জেসমিনের মা-বাবা জেসমিনের বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে লক্ষ্মীখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রহিতুল ইসলাম নিজের স্কুলে পড়ুয়া জেসমিনের বিয়ে বন্ধে এগিয়ে আসেন। হোগলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ বিল্লাল হোসেন জেসমিনের জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখেন, মেয়ের বয়স মাত্র ১১ বছর। তিনি বিষয়টি আমলে নেন এবং জেসমিনের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই বিয়ে না দেয়ার পরামর্শ দেন। এ ছাড়া জেসমিনের মা-বাবাকে বাল্যবিয়ে আইন জানিয়ে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

জেসমিন বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। সে বর্তমানে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। জেসমিন বড় হয়ে শিক্ষক হতে চায়।

• **প্রতিবেদক :** প্রকল্প কর্মকর্তা, ইপসিলা, আল্লারদর্গা।

রাজনৈতিক দলের সাথে সিআরজিএর মতবিনিময় : নির্বাচনী ইশতেহারে শিশুদের দাবিগুলো যুক্ত করার আহ্বান

আকরাম হোসাইন

'শিশু অধিকার সুরক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় রাজনৈতিক স্বার্থে শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন শিশু প্রতিনিধিরা।

১১ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার), ২০১৩ তারিখ সকালে ঢাকার ইস্কাটনের বিয়াম মিলনায়তনে চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স অ্যাসেম্বলি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের যৌথভাবে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় শিশুপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন দাবি জানান। সভায় শিশুপ্রতিনিধি পায়েল ও ঝুমু সালমা শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহারে তাঁদের ৬টি দাবি যুক্ত করার দাবি জানান। দাবিগুলো হলো : ১. রাজনৈতিক স্বার্থে শিশুদের ব্যবহার বন্ধের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার করা এবং অঙ্গীকারগুলোর আইনগত বাস্তবায়ন; ২. শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির অঙ্গীকারসহ স্থানীয় ও জাতীয় বাজেটে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ নির্ধারণ এবং যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করা; ৩. শিশুদের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সব স্তরে শিশুদের অংশগ্রহণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; ৪. সব গণমাধ্যমে শিশুদের উপস্থাপন বিষয়ে শিশুবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন; ৫. শিশুদের জন্য আলাদা ডাইরেক্টরেট স্থাপন, শিশু ন্যায়পাল নিয়োগ এবং স্বাধীন শিশু কমিশন গঠন ও কার্যকর করা এবং ৬. শিশু আইন ২০১৩-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অঙ্গীকার।

মতবিনিময় সভায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নূহ-উল-আলম লেলিন, জাতীয় সংসদের হুইপ সাগুপ্তা ইয়াসমিন, সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এনাম আহমেদ চৌধুরী, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন প্রমুখ। আরো বক্তব্য দেন ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাসুদ আলী প্রমুখ।

● **প্রতিবেদক :** কো-অর্ডিনেটর, সিআরজিএ সেক্রেটারিয়েট।

শিশু অধিকার কাব্য

উদ্দীপন মুখপত্র সম্ভারের ১৪তম সংখ্যায় অনুচ্ছেদ-১ (শিশু বলতে কী বোঝায়?) লেখা হয়েছে। এবার অনুচ্ছেদ-২ (বৈষম্যবিষয়ক) :

১. শিশুর প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। কোনো শিশুকে অন্য শিশুর কারণেও বৈষম্য করা যাবে না। এ ছাড়া কোনো শিশুকে তার মা-বাবা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক মতপার্থক্য, জাতীয়তা বা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, সামর্থ্য, জন্মসূত্রে কিংবা অন্য কোনো বংশগত অবস্থানের কারণে বৈষম্য করা যাবে না।

২. শিশুর মা-বাবা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের অবস্থান, কার্যকলাপ, প্রকাশ্য মতামত বা বিশ্বাস যদি শিশুর জন্য বৈষম্য কিংবা শাস্তির কারণ হয়, তবে রাষ্ট্র শিশুর অধিকার রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (চলবে)

সূত্র : জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' গ্রন্থের আলোকে।

● ডেস্ক

পুষ্টি কণিকা

খাদ্য কয় ধরনের?

উপাদানের ওপর ভিত্তি করে খাদ্যকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন : ১. শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (যেমন : চাল, গম, ভুট্টা, আলু, কচুর মুখী, গুড় ইত্যাদি), ২. আমিষ বা প্রোটিন (যেমন : সব রকম ডাল, শিমের বিচি, বাদাম, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি), ৩. চর্বি বা তেল (যেমন : সরিষা, তিল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি), ৪. খনিজ লবণ (যেমন : ক্যালসিয়াম, অর্থাৎ দুধ ও দুধের তৈরি খাদ্য, সবুজ শাক, ছোট মাছ ইত্যাদি এবং লৌহ, অর্থাৎ কলিজা, গুড়, মাংস, কচুর শাক, লাল শাক ইত্যাদি), ৫. ভিটামিন (বিভিন্ন ধরনের ফল, শাকসবজি। এ ছাড়া মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা, বাদাম ইত্যাদিতেও প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়) এবং ৬. পানি।

মানবদেহে খাদ্যের কাজ অনুযায়ী একে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (চলবে)

সূত্র : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা তথ্যপত্র, উদ্দীপন শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কমিউনিটি নিউট্রিশন, মোঃ আমিনুল হক ভূইয়া ও নাঈমা জাফর।

● ডেস্ক

৪৮ পর্বের পুষ্টিপালা যেন একটি পুষ্টিমালা

আয়োডিন, অপুষ্টি, মাতৃদুগ্ধ, শিশুর বৃদ্ধি–এ রকম ৪৮ পর্বে রেডিওতে প্রচারের জন্য নির্মিত অ্যালবামটি যেন একটি পুষ্টিমালাও। এর প্রতিটি পর্ব ১০ মিনিটের। 'পুষ্টিপালা' অডিও অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন হয়ে গেল চ্যানেল আই ছাদঘরে। ২৫ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ বিকেলে মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পুষ্টিসেবার ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. রোমেন রায়হান এবং চ্যানেল আইয়ের এমডি ফরিদুর রেজা সাগর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ সিফাত উল্লাহ। অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান জাতীয় পুষ্টিসেবার প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান। উল্লেখ্য, সমগ্র উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করতে আর্থিক সহায়তা করে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং কারিগরি সহায়তা দেয় ইমপ্রেস অডিওভিশন লিমিটেড।

● ডেস্ক

মাদক প্রতিরোধে যুবসমাজ

সুমন চন্দ্র বসাক

মাদকদ্রব্য দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে!

গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বহুবিধ কারণে মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। যেমন : সহজ আনন্দ লাভের বাসনা, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াস, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গী-সাথিদের প্রভাব, কৈশর ও যৌবনের বেপরোয়া মনোভাব, মাদকের সহজলভ্যতা, নৈতিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'মাদক' শব্দের অর্থ বলা আছে 'মত্ততা জন্মায় এমন' আর 'মাদকদ্রব্য' শব্দের অর্থ বলা আছে 'মত্ততা সৃষ্টিকারী দ্রব্যবিশেষ'। সহজ কথায়, যেসব দ্রব্য সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়, তা-ই মাদকদ্রব্য।

যখন কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর মধ্যে কিছু কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : চিত্তচাঞ্চল্য, মেজাজ কখনো খুব ভালো কখনো খুব খারাপ থাকা, মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা কমতে থাকা, রাতে ঠিকমতো ঘুম না হওয়া, গুছিয়ে কথা বলার অপারগতা, খাবার গ্রহণের প্রতি অনীহা, আড্ডায় বেশি সময় নষ্ট করা, আর্থিক চাহিদা বাড়তে থাকা, শরীর ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মাদকমুক্ত সমাজ নির্মাণে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক ও পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ছাড়া 'যেখানে মাদক সেখানেই প্রতিরোধ' স্লোগান নিয়ে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদক পাচার ও মাদকাসক্তি যে ভয়াবহ এক সমস্যা, সে সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবসমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। মানুষের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রশাসন, নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সমাজসেবকসহ সব স্তরের নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের প্রচলিত আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে সাথে নিয়ে মাদকমুক্ত সমাজ নির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

● **লেখক :** সদস্য, উদ্দীপন নোয়াগাঁও শিশু ও যুব ক্লাব, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

ইপসিলার ৪০ জনকে নার্সারিবিষয়ক সনদ প্রদান

আবু রায়হান

উদ্দীপন ইপসিলা কর্মসূচি দাউদকান্দি শাখা এবং দাউদকান্দি উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নার্সারিবিষয়ক সাত দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাবের সহযোগিতায় ৪০ জন ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সাফল্যের সাথে শেষ করেন। ৪০ জন অংশগ্রহণকারীই কমিউনিটি ক্লাবের সদস্য।

প্রশিক্ষণ শেষে গত ১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস ২০১৩ উপলক্ষে দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ওই ৪০ জন যুবককে সনদ প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাউদকান্দি উপজেলা চেয়ারম্যান পারুল আক্তার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার খোরশেদ আলম, উদ্দীপন ইপসিলা কর্মসূচি দাউদকান্দি শাখার প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রাইহান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম।

● **প্রতিবেদক :** প্রকল্প কর্মকর্তা, ইপসিলা, দাউদকান্দি।

মেয়াদপূর্তি

এস এ সামাদ

উদ্দীপন ২০০৮ সালের জুলাই থেকে ইনাফি মাইম বাংলাদেশ লিমিটেডের সহায়তায় গ্রাহকের লাইফ ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রম শুরু করে। ৫, ৭, ১০ ও ১২ বছর–এই চার মেয়াদে গ্রাহকদের লাইফ ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আনা হয়।

গত ২৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে দাউদকান্দি শাখায় মেয়াদপূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৩ জন গ্রাহককে ২,৩২,৬৮০ টাকা বুঝিয়ে দেয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা পান পূর্ব বিটেস্বর সংগঠনের বিদেশী রানী। তিনি তাঁর জমাকৃত লভ্যাংশসহ মোট ৩৩,০০০ টাকা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, "ছেলে-মেয়েদের জন্য আমানত হিসেবে জমা করে রাখব।"

মেয়াদপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটেস্বর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ খোরশেদ, উদ্দীপনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মোঃ শহিদুল ইসলাম, ইনাফি বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আঃ রাকিব, উদ্দীপন কুমিল্লার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রভাস চন্দ্র দাস এবং দাউদকান্দি-১ ও ২ শাখার শাখা ব্যবস্থাপকদ্বয়।

● **প্রতিবেদক :** বীমা কর্মকর্তা, চাঁদপুর ও কুমিল্লা অঞ্চল।

উদ্দীপন মাইক্রোক্রেডিট সংবাদ

সুব্রত কুমার নাগ

সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত উদ্দীপন মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের আওতায় মোট ঋণ প্রদান করা হয়েছে ১২৯.৬৫ কোটি টাকা। ওই ঋণ ৪৮,৯২৫ জনকে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১২৩.৫৫ কোটি টাকা।

• **লেখক :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এমএফপি, উদ্দীপন।

উদ্দীপন 'এমই' সংবাদ

মোঃ আজমল হোসেন

সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত উদ্দীপন মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের (এমই) আওতায় মোট ঋণ প্রদান করা হয়েছে ৬৩ কোটি টাকা। ওই ঋণ ৭,১৫৯ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত প্রতিটি ঋণের গড় আকার ছিল ৮৮,০০০ টাকা। এ ছাড়া বিগত তিন (সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৩) মাসে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২৬ কোটি টাকা।

এ কার্যক্রম গ্রাম ও শহরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে।

• **প্রতিবেদক :** উর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, এমএফপি।

উদ্দীপন রেমিট্যান্স সংবাদ

রাজীব বড়ুয়া

উদ্দীপন রেমিট্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকেরা যাতে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ বাংলাদেশে সহজে, দ্রুত, সুরক্ষিত ও আইনসম্মতভাবে, অর্থাৎ সঠিক উপায়ে পাঠাতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

উপযুক্ত কাগজপত্র প্রদর্শনের পর সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিটের মধ্যে উদ্দীপনের পক্ষ থেকে রেমিট্যান্স গ্রহীতাকে টাকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। সরকারি কর্মদিবসে বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ০৩ : ৩০টা পর্যন্ত সম্মানিত গ্রাহকদের এ সেবা প্রদান করা হয়।

উদ্দীপন ২০১৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ২৩০টি শাখার মাধ্যমে মোট ৭,৫০১ জন গ্রাহকের মধ্যে মোট ১৪.৮৫ কোটি টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত উদ্দীপন ৯৭৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ১.৯৪ কোটি টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করেছে এবং এ সময়ের মধ্যে ৭টি নতুন শাখায় উদ্দীপন রেমিট্যান্স প্রোগ্রাম চালু করেছে। বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন http://www.uddipan.org/remittance.php

• **প্রতিবেদক :** উর্ধ্বতন প্রোগ্রাম অফিসার, অর্থ ও হিসাব।

'Best Presented Annual Report Awards and SAARC Anniversary Awards for Corporate Governance Disclosures 2011'

এর জন্য ২০১৩ সালের ২২ মার্চ তারিখে উদ্দীপন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

কোলাজ

একজন শাখা ব্যবস্থাপক ও কর্মিসভা

আবদুল খালেক

ম্যানেজার হচ্ছেন একটি শাখার সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শাখা ম্যানেজারের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কাজের প্রতি আন্তরিকতার ওপর ওই শাখার অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। এ জন্য ম্যানেজার নিজে যেমন হবেন একজন সুদক্ষ, সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী, দূরদর্শী এবং কর্ম-কুশলী, ঠিক তেমনি তাঁর কর্মীদেরও তিনি সেভাবে গড়ে তুলবেন। কর্মীদের সাথে প্রতিনিয়ত আলোচনা করা, পরিকল্পনা করা, তাঁদের সমস্যাগুলো শোনা, সমাধানে সহায়তা দেয়া, কর্মসূচি সম্পর্কে কর্মীদের ধারণা স্বচ্ছ করা, আশ্বস্ত করা, উদ্বুদ্ধ করা, কর্মীর ভালো কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রতিদিন কাজ মনিটরিং করাসহ অন্যান্য অনেক কাজ একজন ম্যানেজারকে প্রতিদিনই করতে হয়।

ঋণ কার্যক্রমে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ এবং নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তির টাকা আদায় করা একটি চলমান ও অন্যতম প্রধান কাজ। ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাথে রয়েছে কাজের পর্যায়ক্রমিক একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। ধারাবাহিক এ কাজের কোথাও বিন্দুমাত্র অনিয়ম হলে তা একটি শাখার ঋণ কার্যক্রমে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং ক্রমান্বয়ে বিপর্যয় দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে বিপর্যয়ের হাত থেকে কর্মসূচিকে উদ্ধার করার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও তাতে শাখাটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে সময় লেগে যায় দেড় থেকে দুই বছর। ইতোমধ্যে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, কেন এমনটি হয়?

কর্মীদের সাথে ম্যানেজারকে কর্মসূচি বিষয়ে প্রতিদিনই যোগাযোগ করতে হয়। সাপ্তাহিক কর্মিসভা হচ্ছে যোগাযোগের প্রধান একটি মাধ্যম। দেখা যায়, অনেক ম্যানেজারই কর্মীদের নিয়ে সাপ্তাহিক সভা খুব একটা করেন না। কর্মীরা যাঁর যাঁর কাজে প্রতিদিন যাচ্ছেন, কিন্তু প্রতিদিনকার কাজের জবাবদিহির বিষয়টি অজিজ্ঞাসিত থেকে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। বলাবাহুল্য, কোনো বিশেষ সভার মাধ্যমেও কর্মীদের সাথে কাজের অগ্রগতি কিংবা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। আবার হঠাৎ একদিন একটি মিটিং করে ফেলা হয়। এভাবে হয়তো অন্য কিছু করা যেতে পারে, কিন্তু ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না।

আগামী সপ্তাহের কাজগুলো চলতি সপ্তাহের সাপ্তাহিক মিটিংয়েই কর্মীভিত্তিক নির্ধারণ করে নিতে হয়। প্রতিদিন সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায় করা ছাড়াও দৈনন্দিন কাজের তালিকায় থাকে নতুন সংগঠন ও সদস্য ভর্তিকরণ, ড্রপ-আউট, সঞ্চয় ফেরত, ঋণ সমন্বয়, ঋণের রেজুলেশন, ঋণ বিতরণ, অগ্রিম আদায়, রিবেট প্রদান, বকেয়া আদায় ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়বস্তু। কর্মীরা এসব কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকেন এবং নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমাধান করার চেষ্টাও করেন। কিন্তু বিষয়গুলো যদি কর্মিসভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে তা কর্মীর কাজকে অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে তোলে। এতে একদিকে যেমন শাখার কোথায় কী সমস্যা আছে তা সবার নজরে থাকে, অন্যদিকে কর্মীরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপকৃত হন। তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ভবিষ্যতে অনিয়মের হার কমে আসে।

ম্যানেজার কর্মিসভায় বলার চেয়ে শুনবেন বেশি। বিষয়বস্তু ভালোভাবে শোনার পর সমাধানের উপায় কী হতে পারে, তা-ও আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ও সিদ্ধান্তগুলো কর্মিসভার মিনিটস খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর আলোকে পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই বাস্তবায়ন যথারীতি চলতে থাকবে। ম্যানেজার লক্ষ রাখবেন, দিনের বিভিন্ন সময়ে কিংবা দিন শেষে যাঁর যা করার কথা ছিল, তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ কাজের দৈনিক মনিটরিং করা, যাতে সপ্তাহ শেষে কর্মীর কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। পরবর্তী সাপ্তাহিক মিটিংয়ে ম্যানেজার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। এতে কর্মীদের মাঝে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। কিন্তু ম্যানেজার যদি দৈনিক কাজের মনিটরিং না করে শুধু মিটিংয়ের দিন কাজের মনিটরিং করেন, তাহলে দেখা যাবে অনেকেই তাঁর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেননি। এদিকে সময় শেষ। সময় আর ফিরেও আসবে না। কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহের জন্য কর্মীদের ওপর ক্রমপুঞ্জীভূত বাড়তি কাজের চাপ তৈরি হবে।

• **লেখক :** সহকারী পরিচালক-২ (এমএফপি), উদ্দীপন।

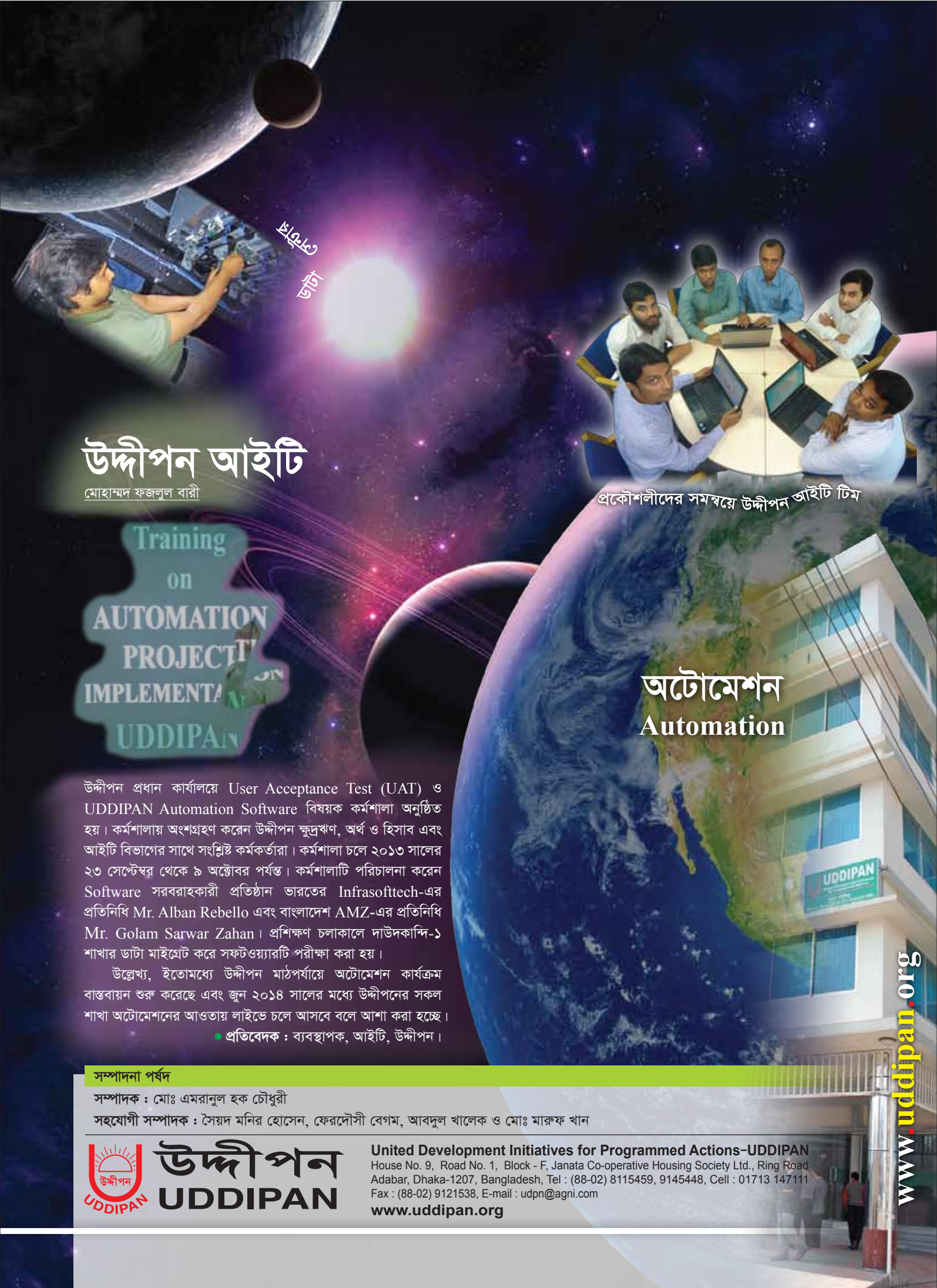

উদ্দীপন আইটি

মোহাম্মদ ফজলুল বারী

প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে উদ্দীপন আইটি টিম

অটোমেশন
Automation

উদ্দীপন প্রধান কার্যালয়ে User Acceptance Test (UAT) ও UDDIPAN Automation Software বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন উদ্দীপন ক্ষুদ্রঋণ, অর্থ ও হিসাব এবং আইটি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কর্মশালা চলে ২০১৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন Software সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভারতের Infrasofttech-এর প্রতিনিধি Mr. Alban Rebello এবং বাংলাদেশ AMZ-এর প্রতিনিধি Mr. Golam Sarwar Zahan। প্রশিক্ষণ চলাকালে দাউদকান্দি-১ শাখার ডাটা মাইগ্রেট করে সফটওয়্যারটি পরীক্ষা করা হয়।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে উদ্দীপন মাঠপর্যায়ে অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে এবং জুন ২০১৪ সালের মধ্যে উদ্দীপনের সকল শাখা অটোমেশনের আওতায় লাইভে চলে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

● **প্রতিবেদক :** ব্যবস্থাপক, আইটি, উদ্দীপন।

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক : মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : সৈয়দ মনির হোসেন, ফেরদৌসী বেগম, আবদুল খালেক ও মোঃ মারুফ খান

উদ্দীপন UDDIPAN

United Development Initiatives for Programmed Actions-UDDIPAN

House No. 9, Road No. 1, Block - F, Janata Co-operative Housing Society Ltd., Ring Road Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh, Tel : (88-02) 8115459, 9145448, Cell : 01713 147111

Fax : (88-02) 9121538, E-mail : udpn@agni.com

www.uddipan.org

www.uddipan.org